১৪৪২ হিজরির রবিউল আউয়ালের মাদানী মুযাকারায় "প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর সৌন্দর্য" এ বিষয়ের উপর উপস্থাপিত আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর বয়ান সমূহের সংশোধন ও পরিবর্ধন

সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২১৭
WEEKLY BOOKLET:217

صلی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلم

প্রিয় মুস্তফা'র অপূর্ব সৌন্দর্য

প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর অপূর্ব সৌন্দর্য
প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর অন্তর ও বক্ষ মুবারক
প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর সুগন্ধ
প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর বৈশিষ্ট্য
প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর মুবারক ভাষা

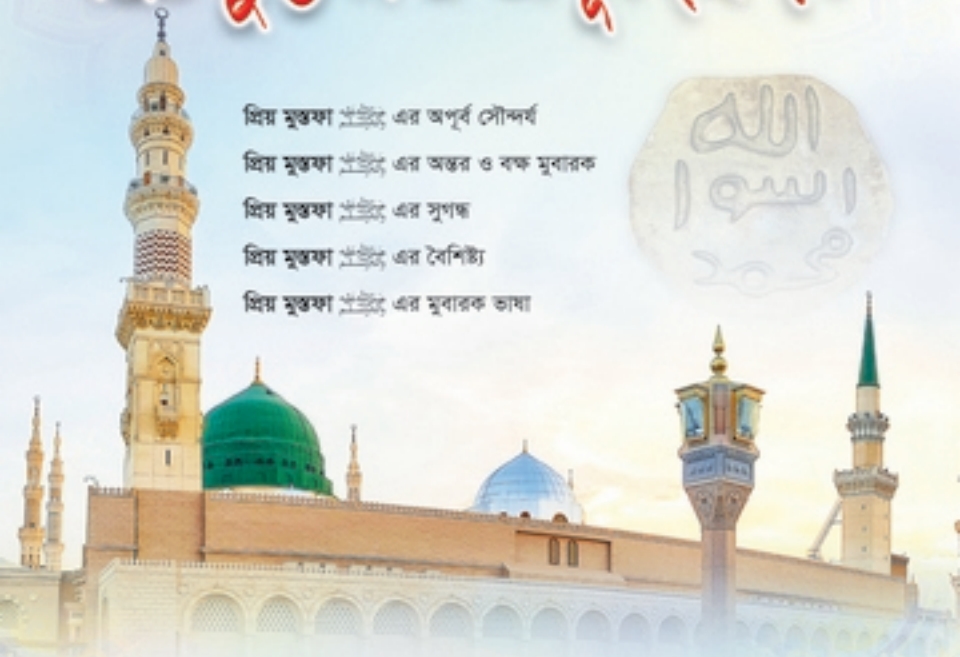

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অপূর্ব সৌন্দর্য

আত্তারের দোয়াঃ হে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিপালক! যে ব্যক্তি এই **"প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর অপূর্ব সৌন্দর্য"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে মৃত্যুর সময় তোমার প্রিয় সুন্দর ও সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জ্বলওয়া দেখাও এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রসিদ্ধ **আল্লাহ**র ওলী হযরত আব্দুল আযীয দাব্বাগ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: জান্নাতের মূল হলো **নূরে মুহাম্মদী** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم), অতএব জান্নাত সেই নূরের দিকে এমনভাবে আগ্রহী, যেমনভাবে শিশু তার পিতার প্রতি আগ্রহী হয়ে থাকে। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উত্তম আলোচনা যখন জান্নাত শুনে, তখন খুশি হয়ে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকেই ধাবিত হয়, কেননা তা **তাঁর** কাছ থেকেই পরিতৃপ্ত

www.dawateislami.net

হয়ে থাকে, ঐসকল ফিরিশতার যারা জান্নাতের আশেপাশে (Sides) ও দরজায় নিযুক্ত, তারা সর্বদা **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক আলোচনা এবং দরূদ শরীফ পাঠ করাতে লিপ্ত থাকে। এতে জান্নাত তাদের আকাংখী হয়ে তাদের দিকে যায়, যেহেতু ফিরিশতারা জান্নাতের চারিদিকে রয়েছে তাই জান্নাত চারিদিকে ছড়িয়ে যায়, যদি **আল্লাহ পাকের** ইচ্ছা না হতো আর **তিনি** জান্নাতকে আটকে না রাখতেন তবে জান্নাত **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক জাহেরী জীবনে বের হয়ে এসে যেতো আর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেখানে তাশরীফ নিয়ে যেতেন, জান্নাতও সেখানে যেতো, কিন্তু **আল্লাহ পাক** জান্নাতকে আটকে দিয়েছেন, যাতে এর প্রতি অদৃশ্যের ঈমান অর্জিত হয়। (আল ইবারিয, ২/৩৩৭)

আলা হযরত, আশিকে মাহে রিসালত, ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতইনা সুন্দর লিখেন:

জান্নাত হে উন কে জ্বলওয়ে সে জু পায়ে রঙ বুয়ে
এ্যয় গুল হামারে গুল সে হে গুল কো সাওয়ালে গুল

কালামে রযার ব্যাখ্যা: হে আমার প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি এতই সুন্দর (Beautiful), এতই সুন্দর, এতই

www.dawateislami.net

সুন্দর যে, জান্নাতও আপনার থেকে সৌন্দর্য এবং সুগন্ধ প্রত্যাশি, হে বাগানে প্রস্ফুটিত ফুল! তুমিও **রিসালতের বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসূলে মাকবুল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে সৌন্দর্যের ভিক্ষা চেয়ে নাও।

দেখ রিযওয়াঁ দশতে তায়বা কি বাহার
মেরী জান্নাত কা না পায়ে গা জাওয়াব
সর সে পা তক হার আদা হে লা জাওয়াব
খুবরুয়ো মে নেহী তেরা জাওয়াব

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর অপূর্ব সৌন্দর্য

(১ রবিউল আউয়াল ১৪৪২ হিজরীতে হওয়া বয়ান)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! **আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় ও সর্বশেষ নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ঐ সৌন্দর্য দান করেছেন যে, যার উদাহরন পাওয়া যায়না আর উদাহরণ পাওয়া যাবেও কিভাবে? কেননা **আল্লাহ পাক তাঁর** মতো অপূর্ব সুন্দর (Most Beautiful) আর কাউকে তো সৃষ্টি করেননি, **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য এমন ছিলো যে, কেউ বলতো চেহারা মুবারক চাঁদের ন্যায় আবার কেউ বলতো যে, চেহারা থেকে নূরের কিরণ বের হতো, তো

www.dawateislami.net

কেউ বলতো, তাঁর চেয়ে বেশি "সুন্দর" দুনিয়াতে কেউ আসেইনি। আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, আশিকে মাহে রিসালত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর চারটি ভাষায় লিখিত অতুলনীয় কালামে বলেন:

لَمْ يَاتِ نَظِيْرُكَ فِيْ نَظَرٍ — মিসলে তুনা শুদ পয়দা জানা
জাগ রাজ কো তাজ তুরে সর সু — হে তুঝ কো শাহে দো সারা জানা

কালামে রযার ব্যাখ্যা: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার মতো অপূর্ব সুন্দর (Most Beautiful) কোন চুক্ষু তা দেখেইনি, কেননা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ন্যায় সুন্দর কেউ সৃষ্টিই হয়নি, সকল জগতের বাদশাহের মুকুট **তাঁর** মুবারক মাথায় এবং আমি আপনাকে উভয় জগতের "শাহানশাহ" (Emperor) মান্য করি।

আল্লাহ আল্লাহ শাহে কউনাইন জালালত তেরী
ফরশ কিয়া আরশ পে জারি হে হুকুমত তেরী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কবিতা পুরোপুরি কুরআন ও হাদীসের আলোকেই, যেমনটি সিহাহ সিত্তাহ (অর্থাৎ হাদীসে মুবারাকার ৬টি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব) এর মধ্যে প্রসিদ্ধ কিতাব **"তিরমিযী শরীফ"** এ

www.dawateislami.net

রয়েছে: **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার দু'জন উজির (Vizier) জিব্রাইল ও মিকাঈল (عَلَيْهِمَا السَّلَام) আসমানে এবং আমার দু'জন উজির আবু বকর ও ওমর (رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا) জমিনে রয়েছে। (তিরমিযী, ৫/৩৮২, হাদীস ৩৭০০)

এই হাদীসে পাক থেকে জানা গেলো, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জমিন ও আসমানের সম্রাজ্যের "মহান বাদশাহ", কেননা উজির বাদশাহদেরই হয়ে থাকে আর **তাঁর** সম্রাজ্যও কেমন শান ও মহত্বপূর্ণ যে, স্বয়ং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বুখারী শরীফের **১৩৪৪** নম্বর হাদীসে রয়েছে: "اُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْاَرْضِ" অর্থাৎ আমাকে পৃথিবীর ধনভান্ডারের (Worldly Treasures) চাবি দান করে দেয়া হয়েছে। (বুখারী, ১/৪৫২, হাদীস ১৩৪৪) অতঃপর আমরা কেনইবা আন্দোলিত হয়ে পাঠ করবোনা:

উনহে খোদা নে কিয়া আপনি মুলক কা মালিক
উনহে কি কবযা মে রব কে খাযানে আয়ে হে
ইয়ে কিস শাহানশাহে ওয়ালা কি আমদ আমদ হে
ইয়ে কোন সে শাহে বালা কি আমদ আমদ হে
মক্কী মারহাবা! মাদানী মারহাবা!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর সৌন্দর্য

সাহাবীয়ে রাসূল, সাইফুম মিন সাইফুল্লাহ অর্থাৎ **আল্লাহ**র তরবারির মধ্যে একটি তরবারি, হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে একটি গোত্রের সর্দার জিজ্ঞাসা করলো: আপনার নবীর সৌন্দর্য বর্ণনা করুন। বললেন: আমি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করতে পারবো না। সে আরয করলো: সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করুন। বললেন: **যাঁকে** প্রেরনকারী হলেন **আল্লাহ**, সেই হিসাবে **তাঁর** রাসূলও অতুলনীয়।

(আল মাওয়াহিবুল লিদ দুনিয়া, ২/৫)

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! মাটির পাত্রে সমুদ্র আটকে দিয়েছেন। অর্থাৎ **যাঁকে** প্রেরণকারী হলেন **আল্লাহ পাক** অতঃপর **তিনি আল্লাহ পাকে**র মাহবুবও, তাই **তাঁর** অনুপম সৌন্দর্যের অনুমান কেইবা করতে পারে।

জিস কে হাতোঁ কে বানায়ে হুয়ে হে হুসন ও জামাল
এ্যয় হাসিন তেরী আদা কো পছন্দ আয়ি হে
বাগে জান্নাত মে নিরালী চমন আ'রায়ি হে
কিয়া মদীনে পে ফিদা হো কে বাহার আয়ি হে

রাসূলের প্রসিদ্ধ নাত পরিবেশনকারী, সাহাবীয়ে রাসূল, হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অপূর্ব সৌন্দর্যের বর্ণনা এভাবে করেন:

www.dawateislami.net

وَاَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِيْ وَاَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ
خُلِقْتَ مُبَرَّاً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ كَاَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

অনুবাদঃ "**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার চোখে আপনার চেয়ে বেশি অনুপম সুন্দর (Most Beautiful) ব্যক্তি দেখিনি। **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার মতো সুন্দর আজ পর্যন্ত কোন মহিলা জন্ম দেননি। **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি যেমনটিই চেয়েছেন, তেমনই আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"

(রূহুল মাআনী, ১১তম পারা, ২নং আয়াতের পাদটিকা, ১১/৮৩)

জিস কে হাতোঁ কে বানায়ে হোয়ে হে হুসন ও জামাল
এ্যয় হাসিন তেরী আদা উস কো পছন্দ আয়ী হে

অন্য এক প্রেমিকও কতইনা সুন্দর লিখেছেন:

সাহাবা ও সাহাবা জিন কি হার সুবহ ঈদ হোতি থি
খোদা কা কুরব হাসিল থা নবী কি দীদ হোতি থি

নবীর সকল সাহাবী ..... জান্নাতী জান্নাতী
সকল মহিলা সাহাবীও ..... জান্নাতী জান্নাতী
হযরতে সিদ্দিকও ..... জান্নাতী জান্নাতী
আর ওমর ফারুকও ..... জান্নাতী জান্নাতী
ওসমানে গণী ..... জান্নাতী জান্নাতী
ফাতেমা ও আলী ..... জান্নাতী জান্নাতী
হাসান হোসাইনও ..... জান্নাতী জান্নাতী

www.dawateislami.net

আমীরে মুয়াবীয়াও ..... জান্নাতী জান্নাতী
আর আবু সুফিয়ানও ..... জান্নাতী জান্নাতী
নবীর পিতামাতারাও .....,..... জান্নাতী জান্নাতী

হে প্রিয় মুস্তফার সৌন্দর্যর আশিকগণ! এক বুযুর্গ বলেন: আমাদের জন্য **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সমস্ত সৌন্দর্য প্রকাশ করা হয়নি, যদি সব প্রকাশ হয়ে যেতো তবে আমাদের চোখ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখতেই পারতো না। (মাওয়াহেব লিদুনিয়া, ৫/২)

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হে আবু বকর! আমার প্রকৃত অবস্থা আমার **প্রতিপালক** ব্যতীত আর কেউই জানেনা। (মুতলাউল মাসাররাত, ১৩৩ পৃষ্ঠা)

এহি মঞ্জুর থা কুদরত কু কেহ ছায়া না বনে
এ্যয়সে একতা কে লিয়ে এ্যয়সি হি একতায়ী হো
ইক ঝলক দেখনে কি তা'ব নেহী আ'লম কো
ওহ আগর জ্বলওয়া করেঁ কোন তামাশায়ী হো

(যওকে নাত, ১০৪-১০৫ পৃষ্ঠা)

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, আশিকে মাহে রিসালত, মাওলানা শাহ আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্যকে এই বাক্য দ্বারা কতইনা সুন্দর বর্ণনা করেন:

www.dawateislami.net

হুসনে ইউসুফ পে কাটি মিসর মে আঙ্গুশতে যানাঁ
সর কাটাতে হে তেরে নাম পে মরদানে আরব

কালামে রযার ব্যাখ্যা: হযতর ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام কে পর্দায় লুকিয়ে রেখে মহিলাদের হাতে লেবু বা আপেল কাটার জন্য দেয়া হয়েছিলো, অতঃপর হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর জ্বলওয়া দেখিয়ে লেবু কাটার আদেশ দেয়া হলো কিন্তু যখনই তারা হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর জ্বলওয়া দেখলো, তখন তারা সবাই হতবাক হয়ে গেলো এবং লেবু কাটার পরিবর্তে নিজেদের আঙ্গুল কেটে ফেললো আর তারা বুঝতেও পারলো না। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام সৌন্দর্য দেখে আঙ্গুল কেটেছে আর আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য দেখে নয় বরং শুধু নাম মুবারকে আঙ্গুল নয় আরবের প্রসিদ্ধ যুবকেরা নিজেদের মাথা কাটিয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর নূর

(৩ রবিউল আউয়াল ১৪৪২ হিজরীতে হওয়া বয়ান)

হে আশিকানে রাসূল! সাধারনভাবে মানুষের চেহারায় তার সুন্দর হওয়া বা না হওয়ার অনুমান করা যায়, এই দুনিয়ায় অসংখ্য "সুন্দর" সৃষ্টি হয়েছে, কারো সৌন্দর্য তার

www.dawateislami.net

বংশে প্রসিদ্ধ, আবার কারো তার এলাকায়, শহরে বা গ্রাম ইত্যাদির মাঝে সীমাবদ্ধ আর যদি কেউ অনেক বেশি সুন্দর হয় তবে সারা দেশে তার সৌন্দর্যের চর্চা হয়। কিন্তু এই জগতে সব সুন্দরের চেয়েও বেশি এক সৌন্দর্য তাশরীফ আনয়নকারী এমনও রয়েছে, যার সৌন্দর্য তাঁর বংশ ও এলাকার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং সমস্ত জগতেই তাঁর সৌন্দর্যকে স্বীকারকারী রয়েছে। শুধু তাঁর জাহেরী হায়াতে নয় বরং অনেক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর আজও তাঁর সৌন্দর্যের চর্চা (অর্থাৎ প্রসিদ্ধি) আরব ও অনারবে সাড়া জাগাচ্ছে। আপন তো আপনই, শত্রুরাও তাঁর চরিত্র ও সৌন্দর্যে আজ পর্যন্ত কোন ত্রুটি (Fault) বর্ণনা করতে পারেনি। বর্ণনা করবেই বা কিভাবে? কেননা জগতের স্রষ্টা তাঁকে সৌন্দর্যই এমন দান করেছেন যে, যারাই তাঁকে দেখে তারা তাঁর প্রতি উৎসর্গ হয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতো। মাথা মুবারক থেকে পা মুবারকের নখ পর্যন্ত এমন সুন্দর যে, সুন্দরও তাঁর প্রতি গর্ব করে আর সেই সুন্দরের অধিকারী হলেন **আল্লাহর প্রিয় হাবীব, আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী, মক্কী মাদানী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام সমস্ত

www.dawateislami.net

জগতের সবচেয়ে বেশি সুন্দর ছিলেন কিন্তু **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর চেয়ে অনেকগুণ বেশি সুন্দর ছিলেন, কেননা হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام "সুন্দর" এর একটি অংশ পেয়েছিলেন, আর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে "পরিপূর্ণ সৌন্দর্য" দান করা হয়েছিলো। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূর থেকে খয়রাত নিয়ে দুনিয়ার আকাশে জ্বলতো।

يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرْ مِنْ وَّجْهِكَ الْمُنِيْرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرْ

لَا يُمْكِنُ الثَّنَآءُ كَمَا كَانَ حَقُّهٗ

বাদ আয খোদা বুযুর্গ তুয়ি কিসসা মুখতসর

অর্থাৎ হে সুন্দর! হে সকল মানুষের সর্দার! যার আলোকিত মুবারক চেহারা থেকে চাঁদ আলো অর্জন করে জ্বলছে। এটা তো সম্ভবই নয় যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এমন শান বর্ণনা করা যাবে, যেমনটি তার হক, **আল্লাহ পাকের** পর আপনিই তো সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান। সমস্ত সৃষ্টিতে আপনিই সবচেয়ে বড়। এই চারটি লাইন বর্তমানকার কোন শায়েয়ের বরং এ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে: কেউ কেউ এর শায়েরের সম্পর্ক শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দিকে করেন আবার কেউ শেখ সাদী

www.dawateislami.net

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দিকে আর অধিকাংশ ওলামা মনে করেন যে, এই চারটি লাইন আল্লামা জামি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর।

আমার আক্বা আলা হযরতের সম্মানিত পিতা মাওলানা নকী আলী খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আনওয়ারে জামালে মুস্তফা এর ১১৫ পৃষ্ঠায় লিখেন: মানুষের জ্ঞানের কত আর শক্তি, যে **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরের তাপ সহ্য করবে। কিছুদুর গিয়ে তিনি আরো বলেন: হাদীসে পাকে ইরশাদ করা হয়েছে যে, জান্নাতী হুরের কঙ্কন (Bangle) প্রকাশ হলে তো সূর্যের আলো মুছে যাবে, যেমনটি সূর্য নক্ষত্রের আলোকে মুছে দেয়। ব্যস **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর আকৃতি জান্নাহী হুরদের চেয়েও হাজারোগুণ বেশি আলোকিত, তা দেখে কোইবা সহ্য করতে পারবে। **(আনওয়ারে জামালে মুস্তফা, ১১৫ পৃষ্ঠা)**

কিয়া মুঁ হে আয়না কা তেরী তাব লা সাকে
খুরশিদ পেহলে আ'খ তু তুঝ সে মিলা সাকে

অর্থাৎ আয়না কি আর এই ক্ষমতা রাখে যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারার উজ্জ্বলতা সহ্য করবে। খুরশিদ তো (অর্থাৎ সূর্য) প্রথমে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চোখে চোখ মিলানোর উপযুক্ত হয়ে যাক। তারপর আয়নার কথা বলবো। হযরত মাওলানা হাসান রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

www.dawateislami.net

এক ঝলক দেখনে কি তা'ব নেহী আ'লম কো
ওহ আগর জ্বলওয়া করে কোন তামাশায়ী হো

(যওকে নাত, ২০৪ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে রাসূল! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্যের উপর পর্দা ছিলো, যদি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মূল সৌন্দর্য প্রকাশ হয়ে যেতো তবে দুনিয়াবাসী এর এক ঝলকও সহ্য করতে পারতো না। বুখারী শরীফে রয়েছে: হযরত বারাআ বিন আযিব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সৌন্দর্যে সকল মানুষের চেয়ে বেশি সুন্দর আর চরিত্রে সব লোকদের চেয়ে বেশি চরিত্রবান ছিলেন।

(বুখারী, ২/৪৮৭, হাদীস ৩৫৪৯)

হযরত বিবি উম্মে মা'বাদ رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দূর থেকে খুবই সুন্দর আর কাছ থেকে আরো বেশি সুন্দর ও খুবই মিষ্ট লাগতো। (দালায়িলুন নবুয়তি লিল বায়হাকী, ১/২৭৯) হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেয়ে বেশি সুন্দর আর কাউকে দেখিনি। (শামায়িলে তিরমিযী, ৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ১১৬)

খামায়ে কুদরত কা হুসনে দাস্তাকারী ওয়াহ ওয়াহ
কিয়া হি তাসবীর আপনে পেয়ারে কি সানওয়ারী ওয়াহ ওয়াহ

www.dawateislami.net

কালামে রযার ব্যাখ্যা: **আল্লাহ পাকের** কুদরতের কলমের শান ও শওকত সম্পর্কে কি আর বলবো! যে, তিনি কতইনা মনোমুগ্ধকরভাবে আপন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অতুলনীয় আকৃতি মুবারক বানিয়েছেন।

নূরে মুস্তফা ﷺ এর ব্যাপারে খুবই সুন্দর বিষয়

হযরত আব্দুল আযীয দাব্বাগ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **নূরানী নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূর মুবারক মার্চ মাসের তিনবার সকল বীজে নিজের সুগন্ধি প্রদান করে, যার বরকতে সেই বীজে ফল সৃষ্টি হয়, যদি তাঁর নূর মুবারক না হতো, তবে এই ফলও সৃষ্টি হতো না, অন্যকিছুর তো কথাই বাদ? যখন হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام পৃথিবীতে আগমন করেন তখন গাছে ফল ধরার সাথেসাথেই মাটিতে পড়ে যেতো, তখন **আল্লাহ পাক** ফলগুলো সতেজ রাখার ইচ্ছায় তা নূরে **মুহাম্মদী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দ্বারা তৃপ্ত (Satiate) করলেন, যার ফলে গাছের ফল পাকার পরও গাছের সাথে লেগে থাকে।

(আল ইবরিয, ২/১৮৬,১৯৩)

হে আশিকানে রাসূল! জানা গেলো, আমরা যেই মিষ্ট ফল খেয়ে থাকি, এতেও নূরে **মুহাম্মদী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কিরণ বিদ্যমান, এর মধ্যেও নূরে **মুহাম্মদী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকত রয়েছে।

www.dawateislami.net

কিয়া নূরে আহমদী কা চমন মে যুগুর হে
হার গুল মে হার সজর মে মুহাম্মদ কা নূর হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর চেহারা মুবারক

(৪ রবিউল আউয়াল ১৪৪২ হিজরীতে হওয়া বয়ান)

হে আশিকানে মিলাদে মুস্তফা! মানুষের শরীরের সবচেয়ে সম্মানিত অঙ্গ হলো "চেহারা" (Face), কেননা বান্দা যখন কারো দিকে তাকায় তবে তার চেহারার দিকেই দৃষ্টি পড়ে। সাহাবীয়ে রাসূল, হযরত কাআব বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: হামদানের এক মহিলা আমাকে বললো যে, আমি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে হজ্জ করেছি। আমি বললাম: **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক চেহারা কেমন ছিলো? তখন সে বললো: চৌদ্দ তারিখের চাঁদের ন্যায়, এমন চেহারা আমি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পূর্বে কখনো দেখিনি আর না **তাঁর** পর। **(মাদারিজুন নবুয়ত, ৫/২)**

সাহাবীয়ে রাসূল, মওলা আলী মুশকিল কোশা, শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারা মুবারক কিছুটা গোলাকার ছিলো। (অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে মুবারক চেহারা গোলাকার ছিলোনা আর এই বিষয়টি আরববাসীদের খুবই পছন্দনীয়।) **(আল মুওয়াহিবুল লাদুনিয়া, ৮/২)**

www.dawateislami.net

"আশ ফিফা বিতারিফি হুকুকিল মুস্তফা" এর মধ্যে রয়েছে: **আল্লাহ পাকের প্রিয় ও শেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রঙ মুবারক ফর্সা, লালচে রেখা বিশিষ্ট কালো এবং প্রশস্ত মুবারক চক্ষু, লম্বা পলক (Long Blessed Eyelashes), আলোকময় চেহারা, চিকন ভ্রু (Thin Blessed Eyebrow), গোলাকার চেহারা (Holy Face), এবং প্রশস্ত কপাল (Wide Blessed Forehead) মুবারক ছিলো। (আশ শিফা, ৫৯ পৃষ্ঠা)

এক বর্ণনায় রয়েছে: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের ন্যায় ঝলমল করতো। (জাওয়াহেরুল বাহার, ৩/২৫২)

রুয়ে বদরুদ্দুজা দেখতে রেহ গেয়ে
চেহারায়ে ওয়াদ দোহা দেখতে রেহ গেয়ে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! আমাদের **নূরানী নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অনেক বুযুর্গ বদর অর্থাৎ চৌদ্দ তারিখের চাঁদের ন্যায় তুলনা করেছেন, কেননা চাঁদ চৌদ্দ তারিখেই পরিপূর্ণভাবেই দেখা যায়। চৌদ্দ তারিখের চাঁদকে বদর আর প্রথম তারিখ থেকে ৩ তারিখ পর্যন্ত হেলাল বলা হয় আর এর থেকেই রুইয়াতে হেলাল শব্দটি এসেছে।

www.dawateislami.net

এটি সবচেয়ে চিকন হয়ে থাকে। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি মুবারক নামও হলো "বদর"। যখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কা থেকে মদীনার দিকে হিজরত করেছিলেন তখন **"সানিয়াতুল ওয়াদা"** নামক স্থানে শিশুরা এই মুবারক নাম দ্বারা **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বাগত জানিয়েছিলেন। আর তারা এই কালামটি পাঠ করছিলো:

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعِ

অনুবাদ: আমাদের জন্য বদর (অর্থাৎ চৌদ্দ তারিখের চাঁদ) সানিয়াতুল ওয়াদার পাহাড় থেকে উদিত (অর্থাৎ প্রকাশ) হয়ে গেলো, আমাদের উপর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আবশ্যক, যতক্ষণ দোয়া প্রার্থনাকারীরা দোয়া করতে থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ পাক ৩০তম পারা সূরা আদ দোহায় ইরশাদ করেন:

وَالضُّحٰى ۙ﴿۱﴾ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۙ﴿۲﴾
(পারা ৩০, সূরা আদ দোহা, ১-২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: চাশ্‌ত (পূর্বাহ্ন) এর শপথ এবং রাতের, যখন পর্দা-আবৃত করে।

www.dawateislami.net

হযরত শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাফসীরে আযীযি এর ৪র্থ খন্ডের ৪১১ পৃষ্ঠায় বলেন: কতিপয় মুফাসসীরগণের মতে "ضُحٰى" দ্বারা উদ্দেশ্য **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মিলাদে পাকের দিন, আর "لَيْل" অর্থাৎ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শবে মেরাজ এবং কতেক মুফাসসীরগণ বলেন: "ضُحٰى" দ্বারা উদ্দেশ্য **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারা, "لَيْل" অর্থাৎ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো **তাঁর** চুল মুবারক, যা কিনা কালোর মধ্যে রাতের ন্যায় ছিলো। (তাফসীরে আযীযি, ৪/৪১১) **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দরবারে মুফতীয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরয করেন:

দেখা দিজিয়ে শাহা পূর নূর চেহারা
সিফত মে জিস কি ওয়াশ শামস অউর দোহা হে

হে আশিকানে রাসূল! সূর্য ও চাঁদের উপমা দেয়া আরবের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ছিলো, অন্যথায় সত্য যে, কোন কিছুই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আকৃতি ও চরিত্রের মতো হতে পারে না। কোন কবি কতইনা সুন্দর বলেছেন:

চাঁদ কি তরহা উন কো হাম কাহেঁ তো মুজরিম হে,
কিউকে উন কি চৌকাট পর চাঁদ খুদ সাওয়ালী হে
হার তরহা মদীনে মে ভীড় হে ফকীরো কি,
এক দেনে ওয়ালা হে কুল জাহাঁ সাওয়ালী হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন খুশি হতেন, তখন **তাঁর** চেহারা মুবারক (Holy Face) আয়নার (Mirror) মতো হয়ে যেতো, যাতে আশপাশ ও মানুষের চেহারার প্রতিবিম্ব (Shadow) দেখা যেতো। (মাদারিজুন নবুয়ত, ১/৬) অর্থাৎ যেই জিনিস সেখানে থাকতো তা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারায় দেখা যেতো।

উঠা দো পর্দা, দেখা দো চেহারা, কেহ নূরা বারি হিজাব মে হে
যামানা তারিখ হো রাহা হে কেহ মেহের কব সে নিকাব মে হে

কালামে রযার ব্যাখ্যাঃ হে **নূরানী রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার নূরানী চেহারা থেকে পর্দা সরিয়ে দীদারের শরবত পান করিয়ে দিন, যখন থেকে আপনার চেহারা পর্দাবৃত হয়েছে, সারা জগতে অন্ধকার ছেয়ে গেছে। হায়! হায়! শত কোটি আফসোস!

সকরাত কি জব সখতিয়াঁ সরকার হোঁ তারি
লিল্লাহ! মুঝে আপনে নাযারোঁ মে গুমানা
জব দম হো লবো পর এ্যয় শাহানশাহে মদীনা
তুম জ্বলওয়া দেখানা মুঝে কলেমা ভি পড়ানা
আক্বা মেরা জিস ওয়াক্ত কেহ দম টুট রাহা হো
উস ওয়াক্ত মুঝে চেহারায়ে পুরনূর দেখানা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৫২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর অন্তর ও বক্ষ মুবারক

(৫ রবিউল আউয়াল ১৪৪২ হিজরীতে হওয়া বয়ান)

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ পাকের শেষ নবী, মক্কী মাদানী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার **আল্লাহ পাকের** দরবারে এভাবে আরয করেন: হে **আল্লাহ পাক**! তুমি হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام কে নিজের খলিল (অর্থাৎ বন্ধু) হওয়া, হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কে নিজের সাথে কথা বলার সম্মান দান করেছো, হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর জন্য পাহাড় ও লোহাকে আর হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর জন্য জ্বিন, মানুষ ও সকল জীবজন্তুকে অনুগত করে দিয়েছো, তুমি আমাকে কোন বিশেষ ফযীলত ও সম্মান দান করেছো? এতে সূরা **"আলাম নাশরাহ"** অবতীর্ণ হয়, যাতে ইরশাদ হচ্ছে:

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۙ﴿۱﴾
وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۙ﴿۲﴾
الَّذِیْۤ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۙ﴿۳﴾
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ؕ﴿۴﴾

(পারা ৩০, সূরা আলাম নাশরাহ, ১-৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমি কি আপনার বক্ষ প্রশস্ত করিনি? আর আপনার উপর থেকে আপনার ঐ বোঝা নামিয়ে নিয়েছি, যা আপনার পৃষ্ঠ ভেঙ্গেছিলো এবং আমি আপনার জন্য আপনার স্মরণকে সমুন্নত করেছি।

যেনো ইরশাদ করা হয়েছে: **"হে হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যদি আমি হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام কে নিজের খলিল বানাই তবে

www.dawateislami.net

তা আপনার জন্যই, আমি আপনার বক্ষকে ইলম ও হিকমত এবং মারিফাত (অর্থাৎ নিজের পরিচয়) এর নূর দ্বারা খুলে দেইনি, যদি আমি হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কে আমার সাথে কথা বলার সৌভাগ্য প্রদান করি তবে আপনাকে লা-মকানে (মেরাজের রাতে নিজের কাছে) ডেকে নিয়ে দীদার প্রদান করেছি, যদি আমি হযরত দাউদ ও হযরত সুলাইমান عَلَيْهِمَا السَّلَام তে দুনিয়ার কয়েকটি জিনিষের উপর শাসন ক্ষমতা প্রদান করি তবে আপনাকে আসমানের শাসন ক্ষমতা প্রদান করেছি যে, সেখানকার ফিরিশতা খাদেমের ন্যায় আপনার দরবারে উপস্থিত থাকে। (আল কালামুল আওদাহ ফি তাফসীরে আলাম নাশরাহ, ১৪ পৃষ্ঠা)

রাফেয়ে যিকিরে জালালত পে আরফা দুরূদ
শরহে সদরে সদারত পে লাখো সালাম
দিল সমঝ সে ওয়ারা হে মগর ইউ কহোঁ
গুনচায়ে রাযে ওয়াহদাত পে লাখো সালাম

কালামে রযার ব্যাখ্যাঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার প্রিয় **আল্লাহ পাক** কুরআনুল করীমের আপনার শান ও মহত্বের উচ্চতার যে আলোচনা করেছেন তার প্রতি অসংখ্য দরূদ এবং আপনার বক্ষকে যেই বিদির্ণ করা হয়েছিলো, আপনার সেই আজিমুশ্মান মুজিযার প্রতি লাখো সালাম। **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার বক্ষ

www.dawateislami.net

মুবারকের শান ও মহত্ব আমার জ্ঞানের উচ্চতা থেকেও উচ্চ, আমি তো শুধু এতটুকুই বলবো যে, এই মুবারক বক্ষ হলো **আল্লাহ পাকের** গুপ্ত রহস্যের ভান্ডার, এর প্রতি লাখো সালাম।

হায়! শতকোটি আফসোস! মিলাদের মাসের এই মুবারক দিনের সদকায় হুযুর মুফতীয়ে আযম হিন্দ মাওলানা মুস্তফা রযা খাঁন ইবনে ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا এর মুবারক ইচ্ছা আমাদের জন্যও কবুল হয়ে যাক।

রউফ এ্যয়সে হে অউর ইয়ে রহিম হে ইতনে
কেহ গিরতে পড়তোঁ কো সিনে লাগানে আয়ে হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে মিলাদে রাসূল! হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام শক্কে সদর মুবারক (অর্থাৎ মুবারক বক্ষকে বিদির্ণ করা) এর পর পবিত্র অন্তরকে যখন যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করলেন তখন বললেন: এতে দু'টি চক্ষু রয়েছে, যা দেখে আর দু'টি কান রয়েছে, যা শুনে।

(ফতহুল বারী, ১৪/৪০৭, ৭৫১৭নং হাদীসের পাদটিকা)

গাযযালীয়ে যামান আল্লামা সৈয়দ আহমদ সাইদ কাযেমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মুবারক অন্তরের এই কান ও চক্ষু দুনিয়ার ঐ বস্তু যা অনুভব করা যায় তা থেকে অনেক বেশি ভবিষ্যতের বাস্তবতাকে দেখা ও শুনার জন্যই **যেমনটি রাসূলে**

www.dawateislami.net

পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি দেখি, যা তোমরা দেখতে পারবে না এবং তা শুনি যা তোমরা শুনতে পারবে না।

(মাকালাতে কাযেমী, ১/১৬০)

দূর ও নযদিক কে সুননে ওয়ালে ওহ কান
কালে লাআলে কারামত পে লাখো সালাম
জিস তরফ উঠ গেয়ি দম মে দম আ'গেয়া
উস নিগাহে ইনায়াত পে লাখো সালাম

(হাদায়িকে বখশীশ, ৩০০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুবারক বক্ষ ও পেট মুবারক

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: আমাদের সকলের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বক্ষ মুবারক (Holy Chest) প্রশস্ত (অর্থাৎ চাওড়া) ছিলো। এক অংশের মাংস অপর অংশের উপর চড়ানো ছিলো না বরং আয়নার মতো সমান এবং চাঁদের ন্যায় ফর্সা ছিলো। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক বক্ষের উপরের অংশ থেকে নাভী শরীফ পর্যন্ত চিকন সুতার ন্যায় পশমের একটি লাইন দ্বারা সংযুক্ত ছিলো (অর্থাৎ পশমের লাইন বানানো ছিলো) আর এছাড়াও **তাঁর** পবিত্র বক্ষ ও পেট মুবারকে কোন পশম ছিলো না।

(ইহইয়াউল উলুম, ২/৪৭০)

www.dawateislami.net

হযরত আল্লামা ইউসুফ বিন ইসমাইল নাবহানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বর্ণনায় রয়েছে: **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক পেট ও বক্ষ মুবারক সমান ছিলো। পেট শরীফ বক্ষ মুবারক থেকে আর বক্ষ মুবারক পেট শরীফ থেকে উচুঁ ছিলো না। হযরত বিবি উম্মে হানী رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: আমি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক পেট দেখলাম, যেনো কাগজের ন্যায় একটি আরেকটির উপর রাখা আর ভাঁজ করা। (জাওয়াহিরিল বাহার, ৩/২৬৩)

কুল জাহাঁ মিলক অউর যও কি রুটি গিযা
উস শাকাম কি কানাআত পে লাখো সালাম

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর সুগন্ধ

(৬ রবিউল আউয়াল ১৪৪২ হিজরীতে হওয়া বয়ান)

জা কে সাবা তু কোয়ি মুহাম্মদ লা কে সুঙ্গা খুশবুয়ে মুহাম্মদ

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেমন সৌন্দর্যে অতুলনীয় ছিলেন, তেমনি **তাঁর** সুগন্ধও অতুলনীয় ছিলো। **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শরীর মুবারক থেকে মিষ্টি মিষ্টি সুবাস আসতো যে, পরিচিতরা জেনে যেতো যে,

www.dawateislami.net

এখনই এখান দিয়ে **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গমন করেছেন।

আম্বর জমিন আম্বর হাওয়া মুশকে তেরা গুবার!
আদনা সি ইয়ে শনাখত তেরী রাহ গুযার কি হে

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেদিক দিয়ে তাশরীফ নিয়ে যেতেন তখন সেই জায়গা দিয়ে গমন করার একটি ছোট্ট চিহ্ন এটা হতো যে, সেখানকার মাটি ও সেখানকার বাতাস মুশক ও আম্বর (Musk and Amber) এবং আম্বরের চেয়েও উন্নত সুগন্ধির চেয়েও বেশি সুগন্ধ হয়ে যেতো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আম্বর খুবই মূল্যবান সুগন্ধি, যা বিশেষ মাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। আম্বরও একটি বিশেষ সুগন্ধি পাউডার, যা কয়েকটি সুগন্ধি সান্দাল ইত্যাদি দ্বারা মিলিয়ে প্রস্তুত করে কাপড়ে ছিটিয়ে দেয়া হয়। যা আজকাল বডি স্প্রে হিসাবে পাওয়া যায়। মুশক খুবই মূল্যবান সুগন্ধি, যা নর হরিণের নাভী থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং তা কিছু বিশেষ হরিণের হয়ে থাকে।

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! যেই সৌভাগ্যবান সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **নবী করীম**

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শরীর মুবারক থেকে আসা সুবাস নিয়েছেন, তাদের বাণী শুনি ও আন্দোলিত হই। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেই জায়গা ও বাজার দিয়ে গমন করতেন, অতঃপর কোন ব্যক্তি সেই দিক দিয়ে যেতো তখন সেখানকার বাতাস থেকে আসা সুবাস থেকে বুঝে যেতো যে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এদিক দিয়ে গমন করেছেন।

(দারামী, ১/৪৫, হাদীস ৬৬। আশ শিফা, ১/৬৩)

গুযরে জিস রাহ সে ওহ সৈয়্যদে ওয়ালা হো কর
রেহ গেয়ী সারী জমিন আম্বর সারা হো কর

কালামে রযার ব্যাখ্যা: সৈয়্যদে ওয়ালা অর্থাৎ আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেখান দিয়ে গমন করতেন, সেই পুরো পথ আম্বর সারা অর্থাৎ উন্নত সুগন্ধি হয়ে যেতো, আম্বরের সুগন্ধি অতুলনীয় কিন্তু আম্বার সারা আরো উন্নত সুগন্ধি, এর নামও হলো আম্বর সারা।

আলা হযরতের ইশ্‌কে রাসূল

আল্লাহ, আল্লাহ, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ভাষা হলো ইশ্‌কের ভাষা আর তাঁর কলম হলো ইশ্‌কের কলম আর তা তাঁরই বৈশিষ্ট্য। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যে কালাম

www.dawateislami.net

লিখেছেন, তা হলো কালামুল ইমাম ইমামুল কালাম অর্থাৎ ইমামের কালাম, কালাম সমূহের ইমাম। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নাতে রাসূল লিখার জন্য কি চাইছেন:

তু'বা মে জু সবচে উঁচে নাযুক সিধি নিকলি শাখ
মাঙ্গোঁ নাতে নবী লিখনে কো রূহে কুদুস সে এ্যয়সি শাখ

কালামে রযার ব্যাখ্যা: سُبْحٰنَ الله! তু'বা জান্নাতের একটি বৃক্ষ, যা অনেক উচুঁ, তার ডালপালা এত ঘন যে, প্রত্যেক জান্নাতীর ঘরে এর ডাল পৌঁছে গেছে। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি রূহে কুদুস অর্থাৎ হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام কে আরয করবো যে, আমাকে আপনি সবচেয়ে উঁচু জান্নাতী বৃক্ষ তু'বা বৃক্ষের সবচেয়ে উঁচু, নরম এবং সোজা বের হওয়া ডাল প্রদান করে দিন, যাতে আমি তা দিয়ে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাত লিখবো। পূর্বে কাঠের কলম কালিতে ডুবিয়ে লিখা হতো, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যেই কলমের আকাঙ্ক্ষা করেছেন তা এমন এত কলম, যা না কোন চক্ষু দেখেছে আর না কোন কান শুনেছে। আমরা জান্নাতের নেয়ামত সম্পর্কে শুধু শুনতে পারবো অনুভব করতে পারবো না, জান্নাতের নেয়ামত এমন যে, যার ব্যাপারে খেয়ালও অন্তরে আসেনা। এতদিন তো আমরা জান্নাতের নেয়ামতের

www.dawateislami.net

ব্যাপারে শুনে শুনে মনকে ভুলিয়েছি কিন্তু اِنْ شَآءَ الله যখন আমরা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ায় জান্নাতে যাবো তখন জানবো যে, জান্নাতের নেয়ামত কেমন হয়ে থাকে।

বাগে জান্নাত মে মুহাম্মদ মুচকুরাতে জায়েঙ্গে
ফুল রহমত কে ঝড়েঙ্গে হাম উঠাতে জায়েঙ্গে

সুবাসিত হাত মুবারক

মুসলিম শরীফে রয়েছে: খাদিমে নবী হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক শরীরের সুগন্ধির চেয়ে বেশি আমি আর কোন আম্বার, কস্তুরী অন্য কোন জিনিসকে সুবাসিত পাইনি। (মুসলিম, ৯৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬০৫৩) হযরত জাবের বিন সামুরা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** গালে (Cheeks) হাত বুলালেন (যেমন আমরা শিশুদের মুখে হাত বুলিয়ে দিই) তখন তিনি বললেন: আমি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক হাতের এমন শীতলতা ও সুগন্ধ অনুভব করলাম, যেনো এখনই **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আতর বিক্রির বক্স থেকে নিজের হাত বের হরেছেন। (মুসলিম, ৯৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬০৫২)

ওহ এ্যয় ইতরে খোদা সায মেহেকনা তেরা
খু'বরু মিলতি হে কাপড়ো মে পসিনা তেরা

(যওকে নাত, ২৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

কালামে হাসানের ব্যাখ্যা: **আল্লাহ পাকের প্রস্তুতকৃত হে আতর!** তোমার সুবাস ও তোমার সুগন্ধির আবহও কেমন সুন্দর যে, সুন্দর ও সুশ্রী লোকদের তোমার ঘাম নসীব হয়ে গেলে তবে তারা তাদের কাপড়ে তা লাগিয়ে নেয়। তাছাড়া সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঘাম মুবারক নিয়ে নিজের কাপড়ে লাগানো প্রমাণিত।

প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর সুগন্ধির শান

আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন শিশুর মাথায় নিজের হাত মুবারক বুলিয়ে দিলে তবে সেই শিশুকে সুগন্ধে চেনা যেতো যে, তার উপর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের হাত মুবারক বুলিয়েছেন। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কারো সাথেই হাত মুবারক মিলালে সেই ব্যক্তি সারাদিন সেই সুগন্ধি দ্বারা সুবাসিত থাকতো।

(সীরাতে মুস্তফা, ৫৭৮ পৃষ্ঠা। সীরাতে রাসূলে আরবী, ২৬৩ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে রাসূল! যাঁর মুবারক থুথু শরীফে শিফা রয়েছে, **যাঁর** মুবারক অস্তিত্বে সুবাসই সুবাস রয়েছে বরং **যাঁর** মুবারক ঘামকে আতর হিসাবে ব্যবহার করা হতো এবং ব্যবহারকারী সকল মানুষের মধ্যে সুবাসিত হয়ে উঠতো **তাঁর** মুবারক সত্তার গুণাবলী কেইবা বর্ণনা করতে পারবে,

www.dawateislami.net

সিলসিলায়ে কাদেরীয়া রযবীয়ার মহান বুযুর্গ হযরত আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মদীনা মুনাওয়ারার মুবারক মাটিতে বিশেষ ধরনের সুগন্ধ রয়েছে, যা মুশক থেকেও বেশি সুবাসিত হয়ে থাকে। (মাদারিজুন নবুয়ত, ১/২৪)

ইতরে জান্নাত মে ভি এ্যয়সি খুশবু নেহী
জেসে খুশবু নবী কে পসিনে মে হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর চোখ, কান ও নাক মুবারক

(৭ রবিউল আউয়াল ১৪৪২ হিজরীতে হওয়া বয়ান)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের নেয়ামতের মধ্যে **"পঞ্চ ইন্দ্রিয়"**ও রয়েছে। দেখা, শুনা, স্বাদ, ঘ্রাণ ও স্পর্শ করার শক্তিকে **"পঞ্চ ইদ্রিয়"** বলা হয়ে থাকে। একজন মানুষের মাঝে চোখ, কান, জিহ্বা, নাক এবং হাতের শক্তি পরিপূর্ণভাবে ঠিক থাকা **আল্লাহ পাকের** অনেক বড় নেয়ামতের মধ্যে একটি নেয়ামত। **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যেই কর্ম ও গুণ দেখবেন না কেন, তবে তা **আল্লাহ পাকের** বিশেষ দানের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে **তাঁর** মাঝে বিদ্যমান, সত্যি তো এটাই যে, **আল্লাহ পাকের মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিটি **"পশমই"** অতুলনীয়।

www.dawateislami.net

আল গরয উন কে হার মু' পে বেহদ দুরুদ
উন কি হার খু ও খাসলত পে লাখো সালাম

কালামে রযার ব্যাখ্যা: "মু" চুলকে বলা হয়। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক শানের বিভিন্ন দিক বর্ণনা করতে করতে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মোটকথা! হলো; **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিটি চুল (পশম) এর প্রতি অশেষ রহমত ও দরুদ অবতীর্ণ হোক এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রত্যেকটি মুবারক অভ্যাসের প্রতি **আল্লাহ পাকের** লাখো সালাম (শান্তি) বর্ষিত হোক।

কান মুবারকের শান

হে আশিকানে রাসূল! নূরানী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কান মুবারক পরিপূর্ণ মর্যাদা সম্পন্ন ছিলো এবং কান মুবারকের শান এমন ছিলো, যেমনটি সমগ্র জগতের কেউ পায়নি, আর পাবে না। হাজারো মাইল দূরে আকাশের চিড়চিড় শব্দ (যা একটি বিশেষ ধরনের আওয়াজ) শুনে নিতেন।। **তিরমিযী শরীফে** রয়েছে: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় আমি যা দেখি, তোমরা তা দেখোনা আর আমি যা শুনি তোমরা তা শুনো না।

(তিরমিযী, ৪/১৪১, হাদীস ২৩১৯)

www.dawateislami.net

এ্যয় করম কি কান এ্যয় গোশে হুযুর
সুন লে ফরিয়াদে গবীরাঁ আল গিয়াস

কালামে হাসানের ব্যাখ্যা: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি খুবই দয়ালূ ও মেহেরবান, আপনার মুবারক কান আমাদের মতো গরীবের দুঃখ কষ্টের ফরিয়াদ শুনে নেয়।

নাক মুবারকের শান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমার **আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বদিক দিয়ে ত্রুটিহীন ছিলেন, **তাঁর** প্রতিটি অঙ্গ শরীফ (Holy Part of Body) যথোপযুক্ত ছিলো, যার উপর কেউ আঙ্গুল তুলতে পারবে না। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাক শরীফ চৌকা, চিকন এবং মাঝখানে সামান্য উঁচু ছিলো। যার উপর সর্বদা নূরের বর্ষন হতে থাকবে এবং সকল দিকদিয়ে যথোপযুক্ত ও সুন্দর ছিলো। **(আল মাওয়াহেবুল লাদুনিয়া, ২/১৬)**

নীচি আঁখো কি শরম ও হায়া পর দূরুদ
উঁচি বীনি কি রিফআত পে লাখো সালাম

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টি লজ্জার কারণে সর্বদা নিচু থাকতো আর যখন উপরে তাকাতেন তখন আরশে মুয়াল্লা, লৌহে মাহফুযকেও পাঠ করে নিতেন।

www.dawateislami.net

চোখ মুবারকের শান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চোখ মুবারক এমন আকর্ষণীয় ছিলো যে, প্রত্যক্ষদর্শী উৎসর্গ হয়ে যেতো, **তিরমিযী শরীফে** হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **রাসুলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চোখ মুবারক সুরমা লাগানো ছাড়াও সুরমা লাগানো মনে হতো এবং পলক শরীফ ঘন ও লম্বা ছিলো।

(শামায়িলে তিরমিযী, ১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬)

হযরত হিন্দ বিন আবু হালা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক ভ্রু (Holy Eyebrows) সাইজে বড় ছিলো ও তাতে চুল মুবারক পরিমান মতো ছিলো, না বেশি ছিলো আর না একেবারে কম এবং দূর থেকে পরস্পর মিলিত মনে হতো। (আল ওয়াফা লি ইবনে জাওযী, ২/৭)

চোখ মুবারকের ক্ষমতা সম্পর্কে কি আর বলবো! হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রাতের বেলাও এমনভাবে দেখতেন যেমন দিনের আলোতে দেখতেন। (দালায়িলুন নবুয়াতি, ৬/৭৫)

হোঁ কর দু তো গর্দানোঁ কি বিনা গির জায়ে
আ'বরু জু খুচে তাইগে কাযা গির জায়ে

www.dawateislami.net

এ্যয় সাহিবে কাওসাইন ব্যস আব রদ না করে
সেহমে হোয়োঁ সে তেরে বালা ফের জায়ে

কালামে রযার ব্যাখ্যাঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার সৌন্দর্য এবং উৎকর্ষের কিরূপ মহত্ব ও শান, যদি "হয়ে যাও" বলে দেন তবে আসমানের ভিত্তি নড়ে যাবে এবং যদি আপনার মুবারক ভ্রুর উপর হালকা চিহ্নও এসে যায় তবে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যাবে। হে মেরাজের রাতে **আল্লাহ পাকের** সাক্ষাতকারী **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি ব্যস এখন দয়া করে দিন যে, আমরা ভীত এবং দূর্বলদের থেকে বালা ও আপদের দিক পরিবর্তন করে দিন।

গিরদাবে বালা মে ফাঁস কে কোয়ী তায়্যিবা কি তরফ জব তাকতা হে
সুলতানে মদীনা খুদ আ'কর বিগড়ী কো বানায়া করতে হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর আওয়াজ ও বাহু মুবারক

(৮ রবিউল আউয়াল ১৪৪২ হিজরীতে হওয়া বয়ান)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হয়তো আপনারা বাগানে গোলাপ ফুল ফুটতে দেখেছেন, আসুন! আপনাদেরকে এমন একটি গোলাপ সম্পর্কে জানাবো যে, জগতের সেই সুন্দরতম গোলাপ থেকে বাগান নয় বরং বাগান সমূহ বের হতো আর

www.dawateislami.net

তা হলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নরম ও কোমল, আকর্ষনীয় গোলাপের তাজা পাঁপড়ীর চেয়েও নরম ও কোমল "ঠোঁট মুবারক" (Holy Lips)।

ওহ গুল হে লব হায়ে নাযুক উন কে হাজারোঁ ঝড়তে হে ফুল জিন সে
গোলাব গুলশান মে দেখিয়ে বুলবুল ইয়ে দেখ গুলশান গুলাব মে হে

কালামে রযার ব্যাখ্যাঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার সুন্দর গোলাপী ঠোঁট মুবারক এমন নরম ও কোমল যে, তা থেকে এক নয়, শত নয়, হাজার নয় বরং লাখো ফুল ফুটে, হে ফুলের অনুরাগি বুলবুল! তুমি অসংখ্য বাগানে গোলাপের বিভিন্ন ফুল দেখেছো হয়তো, **আমার মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক ঠোঁট শরীফ দেখো, এটি এমন গোলাপ যে, এই গোলাপ থেকে পুরো পুরো বাগান বের হয়ে থাকে।

মুবারক ঠোঁট শরীফ

হে আশিকানে রাসূল! নূরানী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঠোঁট মুবারক (Holy Lips) সমস্ত জগতের মানুষের ঠোঁটের চেয়ে বেশি সুন্দর। (মাওয়াহেবুল লিদুনিয়া, ২/১৭) **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে যখন নূরানী কবরে নামানো হলো

www.dawateislami.net

তখন মুবারক ঠোঁট নড়ছিলো, কয়েকজন সাহাবা কান লাগিয়ে শুনলেন, ধীরে ধীরে **"উম্মতি উম্মতি"** বলছিলেন।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/৭১৭)

জিনহে মরকদ মে তা হাশর উম্মতি কেহকর পুকারোগে
হামে ভি ইয়াদ কর লো উন মে সদকা আপনি রহমত কা

কালামে রযার ব্যাখ্যাঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনাকে আপনার রহমতের সদকা! যে সকল সৌভাগ্যবানদের আপনি নূরানী কবরে উম্মতি বলবেন এবং যাদেরকে আপনি উদ্দেশ্য করেছেন, ঐসকল ঈমানদারদের মধ্যে আমাকেও অন্তর্ভুক্ত করে নিন। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কালাম অনেক গভীরতা সম্পন্ন, আমি এই পংতিতে ঈমানের নিরাপত্তার দোয়া অনুভব করছি, এখানে নিঃসন্দেহে উম্মত দ্বারা উদ্দেশ্য ঐসকল লোক, যারা **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইসলামের দাওয়াত কবুল করেছে এবং ঈমান সহকারে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে।

জিহ্বা মুবারকের শান

হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জিহ্বা মুবারক অনেক বেশি সুন্দর ছিলো এবং **তাঁর** চেয়ে বেশি সুন্দর আওয়াজ ও মিষ্টভাষী কেউ ছিলো না। **(জাওয়াহেরুল বাহার, ৩/২৬০)**

www.dawateislami.net

সর তা আকদম হে তনে সুলতানে যামান ফুল
লব ফুল দাহান ফুল যাকান ফুল বদন ফুল

কালামে রযার ব্যাখ্যা: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাথা মুবারক থেকে শুরু করে কদম মুবারক পর্যন্ত সমস্ত নরম ও কোমল শরীর পাক ফুল, মুবারক ঠোঁটও ফুল, মুবারক মুখও ফুল, থুতনী শরীফও (Holy Chin) ফুল, তো সমস্ত নূরানী শরীরও ফুল।

ঠোঁট মুবারকের শান

হে আশিকানে রাসূল! **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক মুখ (Holy Mouth) প্রশস্ত ছিলো এবং দাঁত মুবারক পরস্পর একেবারে মিলিত ছিলো না বরং এর মধ্যে কিছুটা ফাঁক ছিলো, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: যখন **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কথা বলতেন তখন সামনের দাঁতগুলো থেকে নূর বের হতে দেখা যেতো, হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দাঁত শরীফ মুবারক মাড়ি এবং চোয়ালের ভেতর জুড়ে থাকা খুবই সুন্দর ছিলো এবং বিন্যাসে খুবই সুন্দর অনূভুত হতো। (আল ওয়াফা লিইবনে জাওযী, ২/৯) হযরত ইমাম

www.dawateislami.net

বু'সরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর প্রসিদ্ধ আরবী কালাম **"কসীদায়ে বুরদা শরীফে"** লিখেন:

كَاَنَّهَا اللُّؤْلُؤُ الْمَكْنُوْنُ فِيْ صَدَفٍ مِنْ مَّعْدِنَيْ مَنْطِقٍ مِّنْهُ وَمُبْتَسَمِ

অনুবাদ: "এমন মনে হয় যে, আপেলে লুকানো মুক্তো, আপনার কথা শরীফ এবং মুচকি হাসি দু'টি, "জিহ্বা ও ঠোঁট মুবারক।" উদ্দেশ্য হলো: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জিহ্বা শরীফ এবং মুবারক দাঁতের সৌন্দর্য ও উজ্জলতায় চাকচিক্য মুক্তো (Shiny Pearls) থেকেও অনেক বেশি।

(কাশফে বুরদা, ২৩১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কসীদায়ে বুরদা শরীফের গ্রহণযোগ্যতা

হযরত জালালুদ্দীন মাহাল্লী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কতিপয় বুযুর্গরা হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে স্বপ্নে যিয়ারত করলেন যে, তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ খুবই সুন্দরভাবে কসীদায়ে বুরদা শরীফের এই পংক্তিগুলো এবং এর পূর্বেকার পংক্তি থেকে নাতে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাঠ করছেন।

(শরহুল ক্বারী আলাল বুরদাতি, ৩০০ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে রাসূল! আমাদের **প্রিয় নবী, নূরানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন খুতবা ইরশাদ করতেন তখন

www.dawateislami.net

তাঁর মুবারক আওয়াজ সবাই শুনতে পেতেন, একবার **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুতবায় ইরশাদ করেন: "اِجْلِسُوْا" অর্থাৎ বসে যাও, তখন সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ (অনেক দূরে) বনী তামিম গোত্র থেকে এই মুবারক আওয়াজ শুনেছিলেন এবং সাথেসাথেই সেখানেই বসে গেলেন। (জাওয়াহেরুল বাহার, ৩/২৬১) তাঁরাই ছিলেন অনুগত সাহাবা। তো আমরা কেনোইবা বলবো না:

নবীর সকল সাহাবী ..... জান্নাতী জান্নাতী
সকল মহিলা সাহাবীও ..... জান্নাতী জান্নাতী
হযরতে সিদ্দিকও ..... জান্নাতী জান্নাতী
আর ওমর ফারুকও ..... জান্নাতী জান্নাতী
ওসমানে গণী ..... জান্নাতী জান্নাতী
ফাতেমা ও আলী ..... জান্নাতী জান্নাতী
হাসান হোসাইনও ..... জান্নাতী জান্নাতী
আমীরে মুয়াবীয়াও ..... জান্নাতী জান্নাতী
আর আবু সুফিয়ানও ..... জান্নাতী জান্নাতী
নবীর পিতামাতারাও ..... জান্নাতী জান্নাতী

মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক দুই কাঁধের মাঝখানে কিছুটা দূরত্ব ছিলো এবং কাঁধ মুবারক (Shoulders Holy) মাংসল ছিলো। (আল ওয়াফা লিইবনে জাওযী, ২/১২)

www.dawateislami.net

হাত মুবারক রেশমের (Silk) চেয়ে মোলায়েম এবং বরফের চেয়েও বেশি শীতল আর শক্তিশালী ছিলো, কোমল হাতের তালু (Palms) মাংসল ছিলো। (মাদারিজুন নবুয়াত, ১/২৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর অঙ্গ সমূহ

(৯ রবিউল আউয়াল ১৪৪২ হিজরীতে হওয়া বয়ান)

মুবারক উচ্চতার শান

হে আশিকানে মিলাদে মুস্তফা! **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উচ্চতা মুবারক (Holy Height) না তো অনেক বেশি ছিলো আর না একেবারে কম ছিলো তবে যখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একা চলতেন তখন **তাঁকে** মধ্যম উচ্চতার মনে হতো অর্থাৎ যখন **তিনি** হাঁটতেন তখন বলা হতো যে, **তিনি** মধ্যম উচ্চতার, এরপরও যখন কোন লম্বা লোক **তাঁর** সাথে হাঁটতেন তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুজিযা এটা ছিলো যে, **তাঁকেই** লম্বা দেখা যেতো। অনেক সময় যখন দু'জন লম্বা লোক **তাঁর** ডানে বামে থাকতো তখন **তাঁর** মুজিযা হিসাবে তাঁকেই তাদের চেয়ে লম্বা দেখা যেতো। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

এর থেকে যখন সেই দু'জন পৃথক হয়ে যেতো তখন তাদেরকেই লম্বা বলা হতো আর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মধ্যম উচ্চতার বলা হতো।

আলা হযরত, ইমাম আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

তেরা কদে মুবারক গুলবুনে রহমত কি ঢালি হে
ইসে বু বর তেরে রব নে বিনা রহমত কি ঢালি হে

কালামে রযার ব্যাখ্যা: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার মুবারক উচ্চতা (Holy Height) "রহমতের লাল গোলাপ" এর ডাল যে, **আল্লাহ পাক** আপনাকে সৃষ্টি করে সমস্ত জগতের জন্য রহমতের ভিত্তি (Base) করে দিয়েছেন।

চুল মুবারক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক চুল খুবই সুন্দর ছিলো। না একেবারে সোজা আর না অনেক বেশি কোঁকড়ানো (Curly) ছিলো। যখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাতে চিরুনী শরীফ করতেন তখন এমন মনে হতো, যেনো বালিতে বাতাস প্রবাহ হচ্ছে। বর্ণিত

www.dawateislami.net

আছে: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক বাবরী চুল (Blessed Locks of Hair) কখনো অর্ধ কান মুবারক পর্যন্ত, কখনো কান মুবারকের লতি পর্যন্ত আর মাঝে মাঝে বৃদ্ধি পেলে তা মুবারক কাঁধকে চুম্বন করতো। (শামায়িলে তিরমিযী, ১৮, ৩৪, ৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬) অনেক সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** মুবারক চুলকে চার ভাগ করে দিতেন এবং প্রতিটি কান মুবারক দুই অংশের মধ্যখানে দেখা যেতো এবং অনেক সময় নিজের মুবারক চুল কানের উপর করে নিতেন, যার ফলে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গর্দান শরীফ ঝলমল করে প্রকাশ পেতো। **তাঁর** নূরানী চুল ও দাঁড়ি মুবারকে মোট **১৭**টি চুল সাদা হয়েছিলো। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি চেহারা পাকে বুঝা যেতো, কেননা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চামড়া মুবারক (Holy Skin) অনেক বেশি পরিছন্ন ছিলো। কপাল মুবারক প্রশস্থ (Wide Blessed Forehead) এবং দাঁড়ি মুবারক ঘন ছিলো। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের দাঁড়ি মুবারক বৃদ্ধি করতেন এবং গোঁফ ছোট করতেন।

(ইহইয়াউল উলুম, ২/৪৭০)

www.dawateislami.net

চুল মুবারকের মহত্বপূর্ণ শান

আশিকে রাসূল, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শরীর মুবারকের সাথে সম্পর্কীত বিভিন্ন তাবাররুকের আলোচনা করার পর কিছুটা এভাবে বলতেন: আর এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মহত্বপূর্ণ হলো **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দাঁড়ি মুবারকের পবিত্র চুল মুবারক, মুসলমানের ঈমান সাক্ষী যে, সাত আসমান ও জমিনে কখনোই সেই একটি চুল মুবারকের মহত্বকে জানতে পারবে না। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৪১৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যাঁর মুবারক দাঁড়ির চুলের এই "মহত্ব" তবে **তাঁর** দাঁড়ি মুবারকের কি শান হবে এবং যার দাঁড়ি মুবারকের এই শান তবে সেই দাঁড়ি ওয়ালা **নবীর** কি শান হবে।

কালিয়াঁ যুলফাঁ ওয়ালা দুখী দিলাঁ দা সাহারা
কসম খোদা দি মেনু সব না'লো পেয়ারা
দীনদে নে গোয়াহি যররে যররে কোহে তুর দেয়
ভিক দেয় নসীবাঁ ওয়ালে জ্বলওয়ে হুযুর দেয়
আ'মেনা দা চেন মে হালিমা দুলারা
কসম খোদা দি মেনু সব না'লোঁ পেয়ারা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রঙ মুবারক

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক রঙের ব্যাপারে **"শামায়িলে তিরমিযী"** ও **"শিফা শরীফ"** ইত্যাদিতে রয়েছে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক রঙ ফর্সা ছিলো, যাতে লালচে মিলিত ছিলো, একেবারে চুন বা সাদার মতো রঙ মুবারক ছিলো না বরং সাদা চেহারা মুবারকে হালকা হালকা লালচে মিশ্রন ছিলো, আর দুনিয়ায় এই রঙকে পছন্দনীয় মনে করা হয়, বিশেষ করে আরববাসীদের মাঝে। আর জান্নাতে পছন্দনীয় রঙ হলো সোনালী, ওলামায়ে কিরাম বলেন: **আল্লাহ পাকের নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দুনিয়ায় এই দু'টি রঙ দান করা হয়েছে এবং সাদা রঙে লালচে মিশ্রন থাকার কারণে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রঙে চমক সৃষ্টি হতো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুস্তফা ﷺ এর কদম মুবারক

(১০ রবিউল আউয়াল ১৪৪২ হিজরীতে হওয়া বয়ান)

হে আশিকানে রাসূল! সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুরাইদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **প্রিয় নবী, রাসূলে**

www.dawateislami.net

আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সবচেয়ে বেশি সুন্দর কদম (Beautiful Feet) ওয়ালা ছিলেন। (মাওয়াহিবুদ দুনিয়া, ২/৬৩)

দিল করো ঠান্ডা মেরা ওহ কফে পা চাঁন্দ সা
সীনা পে রাখ দো যরা তুম পে করোড়ো দরূদ

হাফেয ইবনে হাজর মক্কী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: পা মুবারকের আঙ্গুলের মধ্যে সাবাবা (অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলের পাশের আঙ্গুল মুবারক) লম্বা ছিলো। (মাদারিজুন নবুয়ত, ১/২০) মুবারক পায়ের গোছা (Blessed Shins) পায়ের দিক থেকে (খুবই সুন্দরভাবে) পাতলা ছিলো।

মুবারক পায়ের গোড়ালির শান

হযরত সুরাকা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কাছ থেকে দেখেছি, যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মদীনা শরীফে হিজরত করছিলেন, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উটের উপর আরোহী অবস্থায় ছিলেন এবং মুবারক পা রেকাবে (Stirrup) ছিলো, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক পায়ের গোড়ালি (নিজের শুভ্রতা ও চাকচিক্যে) এমন মনে হচ্ছিলো, যেনো খেজুরের থোকা তার পর্দা থেকে এখনই বের হয়েছে। পা মুবারকের সতেজতার অবস্থা এমন ছিলো যে, প্রত্যক্ষদর্শিদের মনে হতো যে, এখনই তা থেকে

www.dawateislami.net

পানি প্রবাহিত হয়ে আলাদা হয়েছে আর মুবারক গোড়ালিতে (Blessed Ankles) মাংস কম ছিলো। অনেক প্রখ্যাত আরবী কবিরা মুবারক কদমের শান ও মহত্ব বর্ণনা করে **আল্লাহ পাকের** দরবারে এর উসিলায় দোয়া করেন: সেই পংতিগুলোর অনুবাদ হলো: হে **দয়ালু আল্লাহ**! ঐ মুবারক কদমের সদকা, যাকে তুমি অনেক বড় মর্যাদা, কাবে কাউসাইন অতিক্রম করিয়েছো, সেই মুবারক কদমের সম্মান ও মহত্বের শপথ! যার উসিলায় তুমি সৃষ্টির কাঁধকে রিসালতের জন্য সিঁড়ি বানিয়েছো, মেহেরবানি করে! আমার কদমকে পুলসিরাতে অটল অবিচল রেখো এবং জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচিয়ে রাখা ও সুস্থ ও নিরাপদ রাখা ও এই দু'টিকে আমার জন্য ভান্ডার বানাও এবং যার এই দু'টি উসিলা অর্জিত হয়ে গেছে তবে সে আযাব ও জাহান্নাম থেকে মুক্ত ও নিরাপদ হয়ে গেছে। **(আল ওয়াফা লিইবনে জাওযী, ১/১৫)**

গোরে গোরে পাও চমকা দো খোদাকে ওয়াসতে
নূর কা তড়কা হো পেয়ারে গোড় কি শব তার হে

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করছেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার কবরের রাত অন্ধকার, **আল্লাহর**

www.dawateislami.net

ওয়াস্তে আপনি আমার কবরে তাশরীফ নিয়ে আসুন, কেননা যখনই আপনি আমার কবরে তাশরীফ নিয়ে আসবেন তখন আপনার সুন্দর সুন্দর নূরানী কদমের কারণে আমার কবর নূর দ্বারা ঝলমল করে উঠবে, আলোকিত হয়ে যাবে।

মুবারক কদমের শান

হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন হাঁটতেন তখন ঝুঁকে চলতেন, যেনো উপর থেকে নামছেন। (যেভাবে ফুলের ডাল ঝুঁকে থাকে) আর কদম মুবারক উদ্যমতা সহকারে, শক্তভাবে ও দ্রুততার সহিত উঠাতেন। হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মাটিতে সর্বদা পরিপূর্ণভাবে কদম মুবারক রাখতেন, আমি কাউকে পথে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চেয়ে দ্রুত হাঁটতে দেখিনি, যেনো জমিন তাঁর কদমের সাথে জড়িয়ে যেতো আর **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যথারীতি (Normal) অকপটে হাঁটতেন এবং যখন সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর হাঁটতেন সাহাবায়ে কিরামদেরকে عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان নিজের সামনে হাঁটাতেন আর ইরশাদ করতেন: আমার পেছনের স্থানটি ফিরিশতাদের জন্য খালি রাখো।

(মাদারিজুন নবুয়ত, ১/২৩)

www.dawateislami.net

নালাঈন মুবারকের শান

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নালাঈনে পাক (জুতা শরীফ) দুই ফিতা (Laces) বিশিষ্ট ছিলো, যা অন্য আরো দু'টি ফিতা থেকে বের হয়েছিলো। (ইবনে মাজাহ, ৪/১৬৬, হাদীস ৩৬১৪)

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর একটি জুতায় দু'টি ফিতা হতো, প্রতিটি ফিতা বিভক্ত হতো, অনুরূপ আবু বকর সিদ্দিক ও ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর নালাঈন পাক ছিলো, সেই যুগে সেন্ডেলের রীতি ছিলো, তাও ফিতা বিশিষ্ট। **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জুতা মুবারকের উভয় চামড়ার ফিতা **তাঁর** বৃদ্ধাঙ্গুলী ও আঙ্গুলের মাধ্যখান দিয়ে হয়ে পাঞ্জা মুবারকের ডানে ও বামে সংযুক্ত ছিলো। নকশা পাক বিশিষ্ট সেন্ডেল **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم প্রায় পরতেন কিন্তু এই সেন্ডেল মাঝে মাঝে।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৬/১৪১-১৪৪)

কিয়া আমামে কি হো বয়া আযমত
তেরী নালাঈন তাজে সর আক্বা

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর শুভাগমন

(১১ রবিউল আউয়াল ১৪৪২ হিজরীতে হওয়া বয়ান)

সবচেয়ে বড় রহমত

اَلْحَمْدُ لِلّٰه রবিউল আউয়াল শরীফ সম্পূর্ণই রহমত ও বরকতময় একটি মাস, কেননা এতে **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমন (Birth) হয়েছে। **মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জগতে **আল্লাহ পাকের** অনুগ্রহ ও রহমত হয়ে তাশরীফ নিয়ে এসেছেন নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাকের** রহমত অবতীর্ণের দিন খুশি ও আনন্দের দিন, **আল্লাহ পাক** কুরআনুল করীমে ইরশাদ করেন:

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿۵۸﴾

(পারা ১১, সূরা ইউনুস, ৫৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন, 'আল্লাহরই অনুগ্রহ ও তাঁরই দয়া, সেটারই উপর তাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত। তা তাদের সমস্ত ধন-দৌলত অপেক্ষা শ্রেয়।

আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ ও রহমতের প্রতি খুশি উদযাপন করার হুকুম স্বয়ং কুরআনুল করীম আমাদেরকে বর্ণনা করছে, যেমনটি এই আয়াতে বর্ণনা করা হলো। তবে কি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেয়ে বড়ও কি আর

www.dawateislami.net

কোন **আল্লাহ পাকের** রহমত রয়েছে? সবচেয়ে বড় **আল্লাহ পাকের** রহমত হলো **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**ই**।

وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۰۷﴾

(পারা ১৭, সূরা আম্বিয়া, ১০৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আমি আপনাকে সমগ্র জগতের রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।

সাহাবে রহমতে বারী হে বারভী তারিখ
করম কা চশমা জারী হে বারভী তারিখ

(যওকে নাত, ১২১ পৃষ্ঠা)

বিলাদত শরীফের সময়ের বরকত

আসুন! আপনাদেরকে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের ব্যাপারে ঈমান সতেজকারী বর্ণনা শুনাই, **'মাওয়াহেবুল লাদুনিয়া'** এর মধ্যে রয়েছে: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি বৈশিষ্ট্য (Speciality) হলো: কুরআনুল করীমের পূর্বে অবতীর্ণ হওয়া আসমানী কিতাবে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুনিয়ায় তাশরীফ আনার সুসংবাদ ছিলো। (মাওয়াহেবুল লাদুনিয়া, ২/২৭২)

মুবারক হো হাবীবে রাব্বে আকবর আনে ওয়ালা হে
মুবারক! আম্বিয়া কা আজ আফসার আনে ওয়ালা হে
জু হে সর্দার, আ'লম কে সভী সিজদা গুযারোঁ কা
খোদা কা আ'জ ওহ সাচ্চা সানাগর আ'নে ওয়ালা হে

www.dawateislami.net

আলা হযরতের আব্বাজান হযরত মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর লিখনি কিছুটা সহজ করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন **তাঁর** আম্মাজানের পেটে তাশরীফ নিয়ে আসেন তখন ফিরিশতারা শয়তানকে শিকলে আবদ্ধ করলো এবং ইবলিশ (অর্থাৎ শয়তান) এর আসনকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলো আর চল্লিশ দিন তার উপর আযাব করলো। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বিলাদতের (Holy Birth) মুহূর্তে এক আশ্চর্যজনক নূর প্রকাশিত হলো যে, এর আলোতে মক্কাবাসীরা সিরিয়ার স্থাপনাসমূহ দেখে নিয়েছিলো। বিলাদতের (Birth) সময় নক্ষত্ররা পৃথিবীর দিকে এমনভাবে ঝুঁকে ছিলো যে, প্রত্যক্ষদর্শির দেখলে মনে হতো যে, হয়তো আমাদের মাথার উপর পড়বে। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুভাগমন করতেই সিজদা করলেন। যেই সময় **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুভাগমন করলেন, তখন **তাঁর** দাদাজান (Grand Father) হযরক আব্দুল মুত্তালিব খানায়ে কাবায় ছিলেন, দেখলেন: বায়তুল্লাহ মাকামে ইব্রাহিমে সিজদা করলো। **(আনওয়ারে জামালে মুস্তফা, ১৮১ পৃষ্ঠা)**

জবকে পয়দা শাহে ইনস ও জাঁ হো গেয়া
দূর কাবা সে লাওসে বুতাঁ হো গেয়া

www.dawateislami.net

হার সিতারা শবে মওলুদে মুস্তফা
শামআদাঁ শামআদাঁ শামআদাঁ হো গেয়া
তুতিয়ে আসফাহাঁ, সুন কালামে রযা
বে যবাঁ বে যবাঁ বে যবাঁ হো গেয়া

এমন প্রিয়তমকে ভালবাসুন

যদি মানুষ অনুগ্রহের কারণে কাউকে ভালবাসে তবে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসাই বেশি উপযুক্ত, কেননা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদেরকে দোযখ থেকে বাঁচিয়েছেন ও জান্নাতের পথে চালিয়েছেন (অর্থাৎ কুফর থেকে বাঁচিয়ে ঈমানের দৌলত দান করেছেন) আর যদি সৌন্দর্যের কারণে ভালবাসে তবুও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেই ভালবাসা উচিৎ, কেননা **আল্লাহ পাক** সমস্ত জগতের সবচেয়ে বেশি জাহেরী ও বাতেনি সৌন্দর্য (Apparent and Hidden Beauty) **তাঁকেই** দান করেছেন।

(আনওয়ারে জামালে মুস্তফা, ১৮৭-১৮৮ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে মিলাদ! ঘরে ঘরে, গলিতে গলিতে, দোকানে দোকানে শরীয়াতের সীমার ভেতর থেকে ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে জশ্নে মিলাদ উদযাপন করুন এবং সারা বছর এর বরকত অর্জন করুন।

www.dawateislami.net

মিলাদ শরীফ উদযাপনের বরকত

হযরত মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মিলাদ শরীফের এটাই প্রভাব যে, যেই ঘরে পড়া হয়, এক বছর পর্যন্ত সেখানে কল্যাণ ও বরকত, নিরাপত্তা ও রিযিকের প্রশস্ততা এবং সম্পদের আধিক্য থাকে, এই কারণেই মক্কা, মদীনা, মিশর, সিরিয়া ও ইয়েমেনের লোকেরা সর্বদা মিলাদের মাহফিল করে থাকে এবং যখন রবিউল আউয়াল (এর মুবারক মাস) আসে, খুশি হয়ে থাকে, উত্তম পোশাক পরিধান করে এবং সাজসজ্জা প্রকাশ করে আর পোষাকে সুগন্ধি লাগায়, অধিকহারে খয়রাত করে, বিলাদত শরীফের ঘটনাবলী ও বয়ান শুনার পূর্ণ ব্যবস্থা করে এবং একে অনেক বড় সফলতা ও অনেক বড় সাওয়াবের কাজ মনে করে থাকে। **(আনওয়ারে জামালে মুস্তফা, ২০৯ পৃষ্ঠা)**

রবিউল আউয়ালে সোমবার শরীফের দিন কেন বিলাদত হলো?

হযরত আল্লামা ইউসুফ বিন ইসমাইল নাবাহানি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **(আল্লাহ পাকের মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদত অন্য কোন) মুবারক দিনে যেমন; জুমা এবং বরকতময় মাস মুহাররম বা রমযানে হয়নি, যাতে কেউ এটা

www.dawateislami.net

মনে না করে যে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মাস ও দিনের কারণে সম্মানিত হয়েছেন বরং সত্য তো এটাই যে, স্বয়ং মাস ও দিন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর থেকেই ফযীলত পেয়েছে। (জাওয়াহেরুল বাহার, ৩/২৪২)

মাহবুবে রাব্বে আকবর তাশরীফ লা'রাহে হে
আজ আম্বিয়া কে সরওয়ার তাশরীফ লা'রাহে হে
কিউঁ হে ফাযা মুয়াত্তর! কিউঁ রওশনী হে ঘর
আচ্ছা! হাবীবে দাওয়ার তাশরীফ লা'রাহে হে
আত্তার আব খুশি সে ফুলা নেহী সামাতা
দুনিয়া মে উচ কে সারওয়ার তাশরীফ লা'রাহে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর বৈশিষ্ট্য

(১৪ রবিউল আউয়াল ১৪৪২ হিজরীতে হওয়া বয়ান)

হে আশিকানে রাসূল! পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামের মধ্যে কোন নবীকে একটি আর কোন নবীকে দু'টি মুজিযা দান করা হয়েছে আর আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সবচেয়ে বেশি মুজিযা দান করা হয়েছে। কোন নবীর হাতে মুজিযা ছিলো, কারো নিশ্বাসে আর কারো চোখে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/১৬২) কিন্তু আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান তো এটাই যে:

www.dawateislami.net

দিয়ে মুজিযা আম্বিয়া কো খোদা নে
হামারা নবী মুজিযা বন কে আ'য়ে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ এর দরবারে জিব্রাঈলের উপস্থিতি

"ইরশাদুস সারি শরহে সহীহুল বুখারী" এর মধ্যে রয়েছে: হযরত জিব্রাইল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام হযরত আদম সফিউল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট ১২বার, হযরত ইদ্রিস عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট ৪বার, হযরত নূহ নজিউল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট ৫০বার, হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট ৪২বার, হযরত মূসা কলিমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট ৪০০বার, হযরত ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট ১০বার উপস্থিত হয়েছিলেন আর **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **(যিনি কিনা হাবীবুল্লাহ)** এর মহান দরবারে ২৪০০০ (চব্বিশ হাজার) বার উপস্থিত হয়েছিলেন। **(ইরশাদুস সারি, ১/১০১, ২নং হাদীসের পাদটিকা)**

হযরত আল্লামা মুহাম্মদ মাহদী ফাসি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট ৪বার, হযরত আইয়ুব عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট ৩বার এবং হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট ৪বার এসেছিলেন। **(মাতলাউল মাসাররাত, ৪২৭ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

বে লাকায়ে ইয়ার উন কো চেয়েন আ'জাতা আগর
বার বার আতে না ইউ জিব্রাঈল সিদরা ছোড় কর

কালামে হাসানের ব্যাখ্যা: প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাক্ষাত ব্যতীত হযরত জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام এর স্বস্তি আসতো না, এই কারণেই তিনি বার বার **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়েছেন।

সমস্ত জগতের জন্য নবী

অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام কে বিশেষ বিশেষ জাতী ও সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিলো, আর **আল্লাহ পাকের রহমত ওয়ালা নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল সৃষ্ট মানব ও দানব বরং ফিরিশতা, জীবজন্তু এবং জড় বস্তু সবার প্রতিই নবী হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন। যেমনটি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: وَاُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً অর্থাৎ আমি সকল সৃষ্টির প্রতি নবী হিসাবে প্রেরিত হয়েছি।

(মুসলিম, ২১০,২১১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১১৬৭)

হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **"তাকমিলূল ঈমান"** এ বলেন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল জ্বিন ও মানুষের প্রতি নবী হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন,

www.dawateislami.net

তাই **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **'রাসূলে সাকলাইন'** (অর্থাৎ মানুষ ও জ্বিনদের নবী) বলা হয়। (তাকমিলুল ঈমান, ১২৭ পৃষ্ঠা)

সর্বপ্রথম নবী (ﷺ)

হে জশনে মিলাদ উদযাপনকারী আশিকানে মিলাদ!

আমাদের সবার **প্রিয় ও সর্বশেষ নবী** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বিশেষত্বের (Specialties) মধ্যে এটাও রয়েছে: সর্বশেষ নবী হওয়ার পাশাপাশি সর্বপ্রথম নবীও **তিনি** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। কেননা সর্বপ্রথম নবুয়ত **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেই প্রদান করা হয়েছে। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: كُنْتُ نَبِيًّا وَّآدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ অর্থাৎ আমি তখনো **নবী** ছিলাম, যখন আদম عَلَيْهِ السَّلَام রূহ ও শরীরের মাঝখানে ছিলেন।

(আল জামেউস সগীর লিস সূয়ূতী, ৪০০ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৪২৪)

ফিরিশতোঁ কা ঝুকা সর সুয়ে আদম কিস বে বাইস
তেরা হি নূর থা এ্যয় রেহনে ওয়ালে সবজ গুম্বদ কে

বরকত অবতীর্ণ হওয়া

আমরা গুনাহগারদের শাফায়াতকারী **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি বিশেষত্ব (Specialty) হলো: **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন (**তাঁর** প্রিয়)

www.dawateislami.net

আম্মাজানের পেট শরীফে তাশরীফ নিয়ে আসলেন তখন এমন বৃষ্টি হয়েছিলো যে, নদী প্রবাহিত হয়ে গেলো এবং বৃক্ষরাজি সতেজ হয়ে গেলো আর কুরাইশ গোত্রের প্রতি চারিদিক থেকে বরকত অবতীর্ণ হলো (অথচ এর পূর্বে খাবারের প্রচন্ড অভাব ছিলো) অতএব সেই বছরের নাম **"সানাতুল ফাতহে ওয়াল ইবতিহাজ"** অর্থাৎ সমৃদ্ধির বছর রাখা হয়েছে। (আনওয়ারে জামালে মুস্তফা, ১৭২ পৃষ্ঠা)

শাহে কাওনাইন জ্বলওয়া নুমা হো গেয়া
রঙ আ'লম কা বিলকুল নয়া হো গেয়া
মুনতাখাব আ'প কি জাতে ওয়ালা হোয়ি
নামে পাক আ'প কা মুস্তফা হো গেয়া
দুশমন ও দোস্ত মুফলিস গরীব ও আমির
তেরে সদকে মে সব কা ভালা হো গেয়া

(কাবালায়ে বখশীশ, ৬৮,৭৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর মুবারক ভাষা

(২৪ রবিউল আউয়াল ১৪৪২ হিজরীতে হওয়া বয়ান)

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা হয়তো এই প্রবাদটি শুনেছে **"সমুদ্রকে মাটির পাত্রে বন্ধ করা"** এর অর্থ হলো যে, অনেক কথাকে সংক্ষিপ্ত শব্দে বর্ণনা করা। আরবীর একটি

www.dawateislami.net

প্রবাদ হলো: خَيْرُالْكَلَامِ مَاقَلَّ وَدَلَّ অর্থাৎ উত্তম বিষয় হলো তাই, যা সংক্ষিপ্ত ও দলীলপূর্ণ হয়। **আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** সমস্ত ফযীলত ও উৎকর্ষতা সহকারে নিজের পবিত্র সত্তায় অনন্য ও অতুলনীয়। তাঁর মতো কেউ নেই, **তাঁকে** সবচেয়ে বড় বাকপটু হওয়ার পাশাপাশি **"জাওয়ামেউল কলীম"** (অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত বাক্যে বেশি অর্থবহ বর্ণনা) করার মুজিযা দ্বারা ধন্য করা হয়েছে, হযরত আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ সাভী মালেকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সমস্ত ভাষা শিখিয়ে দিয়েছেন।

(হাশিয়াতুস সাভী, ১৩তম পারা, সূরা ইব্রাহিম, ৪র্থ আয়াতের পাদটিকা, ৩/১০১৪)

"মিরাতুল মানাজিহ"তে রয়েছে: **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কুদরতিভাবে সমস্ত ভাষা জানতেন। যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পশু পাখি, পাথরের ভাষা বুঝতেন তখন মানুষের ভাষা কেন বুঝবেন না! **(মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৩৩৫)** অপর এক স্থানে বলেন: "আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক জীবনে সমস্ত ভাষা জানতেন, এমনকি কাঠ ও পাথরের ভাষাও। পশুরা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট ফরিয়াদ করতেন আর এখনো সমস্ত ভাষা সম্পর্কে অবহিত। **হুযুরের** রওয়ায় সকল ফরিয়াদকারী নিজ নিজ

www.dawateislami.net

ভাষায় আকুতি ও আবেদন করে থাকে, সেখানে অনুবাদকের প্রয়োজন হয়না। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/১৩৫)

ওহ সমঝতে হে বোলিয়াঁ সব কি, ওয়াহি ভরতে হে ঝুলিয়াঁ সব কি
আ'ও বাজারে মুস্তফা কো চলেঁ, খোটে সিক্কা ওয়াহী পে চলতে হে

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিভিন্ন এলাকা থেকে উপস্থিত হওয়া মানুষের সাথে তাদের ভাষা বিনা দ্বিধায় কথা বলতেন। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক কথাবার্তা সবচেয়ে বেশি মধুর ও উচ্চারণে সবচেয়ে দ্রুত করতেন, মুবারক কথাবার্তা খুবই মধুর ও মনোমুগ্ধকর ছিলো যে, তাঁর কথাবার্তা শরীফ অন্তরে অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করতো এবং অন্তরকে জয় করে নিতেন। **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন বয়ান করতেন তখন সবচেয়ে বেশি কল্যাণ কামনাকারী হতেন। অপ্রাসঙ্গিক কথা কখনোই বলতেন না।

হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করতেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি সমস্ত আরবে ঘুরেছি ও আমি বড় বড় বাকপটু আরবকেও (অর্থাৎ ভালভাবে আরবী বলতে পারা ব্যক্তি) দেখেছি কিন্তু আপনার চেয়ে বেশি

www.dawateislami.net

বাকপটু কাউকে দেখিনি। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমাকে আমার প্রতিপালক আদব শিখিয়েছেন।

(মাওয়াহেবুল লাদুনিয়া, ২/২০)

মে নিসার তেরে কালাম পর মিলি ইউঁ তো কিস কো যবাঁ নেহী
ওহ সুখন হে জিস মে সুখন না হো ওহ বয়াঁ হে জিস কা বয়াঁ নেহী
তেরে আ'গে ইউ হে দাবে লাছে ফুসাহা আরব কে বড়ে বড়ে
কোয়ী জানে মুহ মে যবাঁ নেহী, নেহী বলকে জিসম মে জাঁ নেহী

(হাদায়িকে বখশীশ, ১০৭-১০৮ পৃষ্ঠা)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনার সুন্দর কথা শরীফের প্রতি উৎসর্গিত হয়ে যাবো, আপনার মতো মিষ্ট ও মনোমুগ্ধকর কথা বলা জিহ্বা কেউ পায়নি, আপনার মুবারক কথার কোন আপত্তি নেই এবং আপনার বয়ান তো এমন যে, এর বর্ণনাও হতে পারে না। **হে আমার আক্বা ও মাওলা!** আপনার সামনে আরবের বড় বড় বাকপটু আরবী ভাষাভাষী এমনও রয়েছে, যেনো তারা বোবা এবং তাদের মুখের ভাষাও নেই বরং নয় নয় মুখে ভাষা তো নয় আপনার সামনে আসার জন্য তাদের শরীরে প্রাণও নেই।

মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা, হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি আমাদের থেকে বেশি বাকপটু আর আপনি কোথাও

www.dawateislami.net

তাশরীফও নিয়ে যাননি, এর রহস্য কি? তখন মিষ্ট ভাষী **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: (হযরত) ইসমাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) এর ভাষা মুছে গেছে, (হযরত) জিব্রাঈল তা আমার নিকট নিয়ে আসলো, আমি তা মুখস্ত করে নিলাম।

(আল ওয়াফাউ লিইবনে জাওযী, ৫৪ পৃষ্ঠা)

মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমাকে **"জাওয়ামেউল কালীম"** সহকারে প্রেরণ করা হয়েছে। **(বুখারী, ২/৩০৩, হাদীস ২৯৭৭)**

হে আশিকানে রাসূল! আসুন! আমি আপনাদের **"জাওয়ামেউল কলীম"** (অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত বাক্যে বেশি অর্থবহ বর্ণনা করার) অমূল্য ভান্ডার থেকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি বাণী শুনাই। যেমনটি **বুখারী শরীফের ১০** নম্বর হাদীসে রয়েছে: (পরিপূর্ণ) মুসলমান হলো সেই, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে এবং মুহাজির (অর্থাৎ হিজরতকারী) হলো সেই, যে **আল্লাহ পাকের** নিষেধকৃত জিনিষ ছেড়ে দেয়।

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারক মুফতী শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই হাদীসও সেই জাওয়ামেউল কলীমের অন্তর্ভুক্ত, যাতে মুহাদ্দীসগণ উম্মুল আহাদীসের মধ্যে

www.dawateislami.net

গন্য করে থাকেন। ভাবুন! কয়েকটি শব্দগুচ্ছ কিন্তু এতে অর্থের সাগর লুকায়িত। প্রথম অংশ বান্দার সকল প্রকার হক ক্ষুন্ন করা থেকে বাঁচার এবং সকল হক আদায় করার প্রতি নির্দেশনা প্রদান করে আর দ্বিতীয় অংশ হুকুকুল্লাহর অনুসরনে সকল প্রকার অলসতাকে বাঁধা প্রদান করছে, এবার একটু ভাবলে এই ব্যাখ্যার উপর প্রতিটি জ্ঞানী ব্যক্তি বইয়ের পর বই লিখতে পারবে। যদি মুসলমান এই দু'টি অংশের উপর আমলকারী হয়ে যায় তবে আমাদের সমাজ শান্তির নীড়ে পরিনত হবে, আর মানুষেরও জাহির ও বাতিন স্বর্ণের ন্যায় চকচক করবে। **(নুযহাতুল ক্বারী, ১/৩০৯)**

উস কি পেয়ারী ফাসাহাত পে বেহদ দুরূদ
উস কি ধিলকশ বালাগত পে লাখো সালাম
উস কি বাতোঁ কি লযযত পে লাখো দুরূদ
উস কে খুতবে কি হায়বত পে লাখো সালাম

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

জশনে বিলাদতের শ্লোগান

ছরকার কি আমদ ..... বশির কি আমদ .....

রাসূল কি আমদ ..... সরদার কি আমদ .....

নজির কি আমদ ..... আচ্ছে কি আমদ .....

শাহে আবরার কি আমদ..... সালার কি আমদ .....

খাবির কি আমদ ..... সাচ্ছে কি আমদ .....

মাম্বায়ে আনওয়ার কি আমদ..... মুখতার কি আমদ .....

যাহির কি আমদ ..... হুযুর কি আমদ .....

বশির কি আমদ ..... রউফ কি আমদ .....

গমখার কি আমদ ..... নযীর কি আমদ .....

তাজেদার কি আমদ ..... মুনির কি আমদ .....

শানদার কি আমদ .....

www.dawateislami.net

রাসূলে পাক ﷺ এর সুগন্ধি

হযরত বিবি উম্মে رضی اللہ عنہا বলেন: যে দিন প্রিয় নবী ﷺ দুনিয়া হতে জাহেরী পর্দা করেন (তথা ওফাত লাভ হয়), আমি নিজের হাত নবী করীম ﷺ এর বুক মোবারকে রাখি, অতঃপর অনেক সপ্তাহ অতিবাহিত হয়ে যায়, আমি যথারীতি খাবার খাই ও অযু করতে থাকি কিন্তু আমার হাত থেকে মুশকের সুগন্ধি যায়নি।

(দালায়িলুন নবুওয়াত, লিল বায়হাকী, ৭/২১৯)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৬
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net